বৈধ কাগজপত্র নেই এমন বিদেশীরা

নিখরচা

স্থানীয় প্রশাসনে যাবার আগে সিমাদ এর তথ্য এবং উপদেশ সেবা

La Cimade
Ile-de-France Champagne
L'humanité passe par l'autre

FONDATION SELIGMANN
POUR VIVRE ENSEMBLE

La Cimade IDF
46 bd des Batignolles • 75017 PARIS
01 40 08 05 34 • www.lacimade.org

কিভাবে নিজের কাগজপত্র তৈরি করবেন?

১

আপনার কাছে প্রেরিত সকল কাগজপত্র এবং চিঠিপত্র সংরক্ষণ করুন. ফ্রান্সের আবাসিক পারমিট পাওয়ার জন্য এসব দলিল বা কাগজপত্র আপনার কাজে আসবে।. সালের ক্রম অনুসারে নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখতে ভুলবেন না।

– আপনার নিজের দেশে আপনার যেসব সমস্যা

– ফ্রান্সে আপনার আগমনের বিবরণী (ভিসা, প্লেনের বা ট্রেনের টিকেট...)

একটি ফাইল নিজের কাছে রাখুন এবং আরেক কপি কোন বন্ধুকে রাখতে অনুরোধ করুন যেন আপনার প্রয়োজন হলে তা পাওয়া যায়।

– আপনার পরিচয়পত্র

– আপনার শরণার্থী আবেদনপত্র বা আবাসিক পারমিট

– স্থানীয় প্রশাসন, ওএফপিআরএ, সিএনডিএ, পুলিশ এবং আদালতের দেয়া কাগজপত্র

– আপনার মাসিক আর্থিক উপার্জনের প্রমাণ, চিকিৎসা সংক্রান্ত কাগজাদি, সামাজিক নিরাপত্তা সেবার প্রমাণ, টেলিফোন বা বিদ্যুৎ বিল, পাস নাভিগো, আপনার সন্তানাদির শিক্ষা সংক্রান্ত কাগজপত্র, আবাসিক পারমিট, পে স্লিপ, ফরাসি ভাষার কোর্সে ভর্তির কাগজপত্র এবং সার্টিফিকেট, বিবিধ চিঠিপত্র...

আপনার উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিপত্র ঠিকমত পাচ্ছেন কি না সবসময় খেয়াল রাখুন।. আপনার ঠিকানা বদলে গিয়ে থাকলে নিবন্ধিত ডাক সেবার মাধ্যমে যেসকল প্রশাসনিক অফিসে আপনার কেস বা ফাইল বিবেচনাধীন আছে তাদেরকে অবহিত করুন। (সামাজিক নিরাপত্তা সেবা, স্থানীয় প্রশাসন...). আপনার

আপনার আর্থিক উপার্জন না থাকলেও প্রতি বছর নিজের আয়কর ঘোষণা করার কথা বিবেচনা করুন। ফ্রান্সে আপনার অবস্থান প্রমাণের এটিই সর্বোত্তম উপায়!

কাছে নিবন্ধিত ডাক সেবার মাধ্যমে প্রেরিত চিঠিপত্র সন্ধানের জন্য অবশ্যই স্থানীয় ডাকঘরে যোগাযোগ করুন। ডাকপিয়নের দেয়া রশিদের ১৫ দিনের মধ্যে আপনাকে আপনার চিঠিপত্র সংগ্রহ করতে হবে। চিঠির খাম সযত্নে সংরক্ষণ করুন।.

ডাকযোগে পাঠানো চিঠিপত্র নিয়মিতভাবে সংগ্রহ করুন

স্থানীয় প্রশাসনে আবেদনপত্র জমা দেয়ার আগে কি কি করবেন?

২

অভিবাসী আইনে অভিজ্ঞ কোন সমিতি বা উকিলের সাথে যোগাযোগ রাখা অতি গুরুত্বপূর্ণ

– স্থানীয় প্রশাসনে যাওয়ার ঝুঁকি এবং সম্ভাবনা যাচাইয়ের জন্যঃ নাকচ হবার সম্ভাবনা কমানোর জন্য আবেদনপত্র জমা দেয়ার আগে বরং কিছুটা অপেক্ষা করা ভালঃ উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সে আপনার বসবাসের আরও প্রমাণ এই সময়ে সংগ্রহ করে নেয়া যেতে পারে।

– আপনার বর্তমান অবস্থা ব্যাখ্যা করার জন্য উপযুক্ত প্রমানপত্র এবং যুক্তি খাড়া করে নিতে পারেনঃ উপার্জনের প্রমাণ, পারিবারিক কারণ, আশ্রয় প্রার্থনার কারণ...

– আপনার নিজের ফাইল আর কাগজপত্রগোছানোর জন্যঃ তথ্যবিবরণী যাচাই করার জন্য, ঠিক মত গুছিয়ে উল্লেখ করার জন্য...

স্থানীয় প্রশাসনে একা যাবেন না, হয় কোন ফরাসিকে সাথে নিয়ে যাবেন বা এমন কাউকে নিয়ে যাবেন যার বৈধ কাগজপত্র আছে।

– আপনি কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে আপনাকে সাহায্য করার জন্যঃ কোন ফাইলপত্র বুঝতে অসুবিধা হলে, বিশেষ করে আবেদন কাউনটারে আপনার আবেদন নাকচ হলে যদি আপনার কোন সাক্ষীর প্রয়োজন হয়।

– গ্রেফতারের ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়ার জন্যঃ আপনার সঙ্গী হয়তবা তা প্রতিরোধ করতে পারবে না কিন্তু আপনার উকিলকে, যে সংস্থা আপনাকে সহযোগিতা করছে বা আপনার পরিবারকে দ্রুত অবহিত করতে পারে।

– আপনাকে সঙ্গ দেয়ার জন্যঃ অপেক্ষা করার সময় বেশ লম্বা হতে পারে!

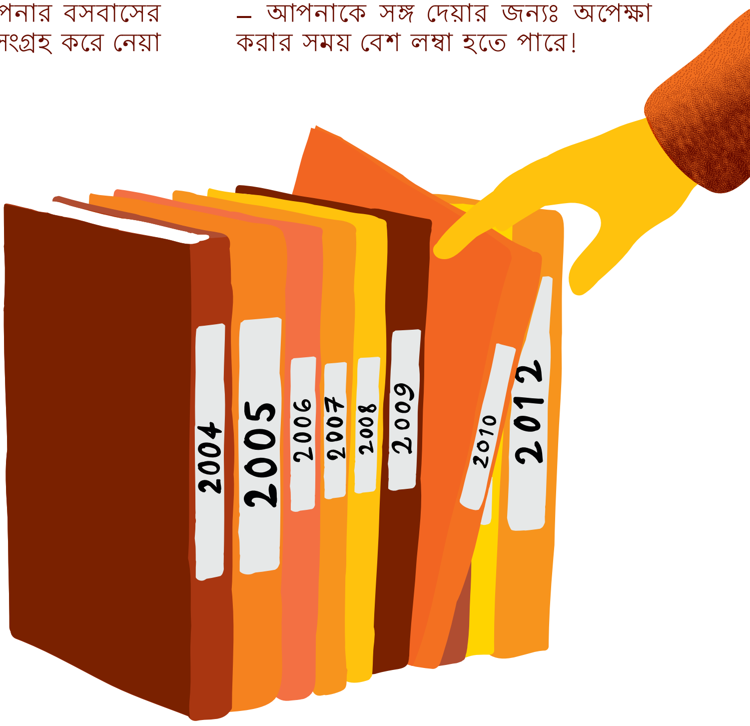

আপনার কাগজপত্র সালের ক্রম অনুযায়ী সাজিয়ে রাখুন

দেশত্যাগের আদেশ জারি হলে কি করবেন?

দেশত্যাগের আদেশ আপনাকে নিম্নলিখিত উপায়ে জারি করা হতে পারে

– আবাসিক পারমিট বা আশ্রয় প্রার্থনার পর স্থানীয় প্রশাসন থেকে অথবা নিবন্ধিত ডাক দ্বারা

– আপনার পরিচয়পত্রের বৈধতা যাচাইয়ের পর স্থানীয় থানা থেকে

আপনার আপীল পাঠানোর জন্য আপনার হাতে কেবল ৩০ দিন বা ৪৮ ঘণ্টা সময় থাকতে পারে!

যদি আপনাকে দেশত্যাগের আদেশ দেয়া তবে অনতিবিলম্বে একজন উকিল বা কোন সংস্থাকে যোগাযোগ করুন

সময়সীমা স্থানীয় প্রশাসনের ফাইলের উপরে লেখা থাকবে। লক্ষ্য করুন, যদি আপনি ডাকযোগে চিঠি পেয়ে থাকেন তবে আপনার আপীলের সময়সীমা আপনার চিঠি সংগ্রহের দিন থেকে কার্যকরী হবে। আর তা না করে থাকলে যেদিন ডাকপিয়ন চিঠি দিয়ে যাবে সেদিন থেকে কার্যকরী হবে।

অনতিবিলম্বে কোন সংস্থা বা উকিলকে যোগাযোগকরুন।

দেশত্যাগের আদেশ মানে কি?

এটি স্থানীয় প্রশাসনের জারি করা একটি নথি যেখানে আপনাকে ফ্রান্স ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হবে।

– ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আপীল: যদি আপনার সংস্থা বা উকিল আপনার সাথে যোগাযোগ না করে, তবে আপনি নিজেই অনতিবিলম্বে একটি প্রাথমিক আপীল ফ্যাক্স করে দিতে পারেন। এই আপীলে ফ্রান্সে আপনার বর্তমান অবস্থার বিবরণ দিনঃ ফ্রান্সে আপনার পরিবার, আত্মীয়স্বজন, আপনার চাকরি, আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা, স্বদেশে প্রত্যাবর্তনে যেসব ঝুঁকি মুখোমুখি হতে পারে ইত্যাদির বিবরণ দিন।

– ৩০ দিনের মধ্যে আপীল: ৩০ দিনের মধ্যেই কোন সংস্থা বা উকিলের সাথে দেখা করার দিনক্ষণ ঠিক করুন।

অথবা আপনি নিজেই আইনি সহযোগিতা চেয়ে ৩০ দিনের মধ্যে আবেদন করুন। আইনি সহযোগিতার আবেদনপত্র আপনি ইন্টারনেট, আদালত অথবা কোন সংশ্লিষ্ট সংস্থা থেকে সংগ্রহ করতে পারেন।

আইনি সহযোগিতা কেবল তাদেরকেই দেয়া

হয় যারা সামর্থ্যহীন বা সঙ্কটাপন্ন।

আইনি সহযোগিতা পেলে একজন উকিল আপনার হয়ে আপনাকে বিনামূল্যে আপীল আবেদন করে দিবেন।

একবার আপীল পাঠিয়ে দিয়ে থাকলে আপনার আপীল বিবেচনাধীন থাকা অবস্থায় আপনাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হবে না, অবশ্য এমতাবস্থায় আপনাকে সাময়িকভাবে কোন অভিবাসন কেন্দ্রে রাখা হতে পারে।

যদি আপনাকে প্রশাসনিক আদালতে তলব করা হয়ে থাকে তবে অবশ্যই উপস্থিত থাকবেন।

এতে আপনার গ্রেফতার হবার কোন ভয় নেই।

মনে রাখুন, একমাত্র প্রশাসনিক আদালতে করা আপীলই সবচেয়ে কার্যকরী হিসেবে বিবেচিত হবে। আদালতের ঠিকানা স্থানীয় প্রশাসনের নথির উপরে লেখা থাকবে।

প্রশাসনিক আইনী সিদ্ধান্তই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সমাধান দিতে পারে

পুলিশের সামনে কি করবেন?

৪

সবসময় নিম্নলিখিত নথিপত্রের এক কপি নিজের কাছে রাখুনঃ

– আবাসিক বা বর্তমান বাসস্থানের প্রমাণ + বিদ্যুতের বিল

– স্থানীয় প্রশাসনের প্রেরিত যাবতীয় কাগজপত্র (বৈধ সাময়িক অবস্থানের অনুমতি, তলবপত্র, আবাসিক পারমিটের জমা রশিদ...)

– আপনার যাবতীয় মেডিকাল সার্টিফিকেট এবং প্রেসক্রিপশন

– আপনার সন্তানাদির সর্বশেষ শিক্ষাসংক্রান্ত সার্টিফিকেট

যদি পুলিশের কাছে আপনার পাসপোর্ট থাকে তবে তারা অনতিবিলম্বে আপনাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে পারে।

– আপনার আপীলের অথবা আইনি সহযোগিতার ফটোকপি

পুলিশি অভিযানের ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন

– যেসব স্থানে পুলিশি উপস্থিতি বেশি হতে পারে যেমন বড় স্টেশন (শাতলে, গার দ্যু নোর), বিমানবন্দর ইত্যাদি, মেট্রো এবং আর,ই,আর - এর আশেপাশে ঘোরাঘরি করা থেকে বিরত থাকবেন।

– সবসময় বৈধ টিকেট অথবা বৈধ ‘পাস নাভিগো’ সাথে নিয়ে ভ্রমণ করবেন। সাধারণ পরিবহনে সবসময় অতিরিক্ত

যে উকিল বা সংস্থা আপনাকে সহযোগিতা করছে তাঁদের নম্বর লিখে বা মুখস্থ করে রাখুন!

আইনি তৎপরতা চালান হয় (মেট্রো, আর ই আর, বাস, ট্রেন)। সম্ভব হলে হাঁটুন অথবা সাইকেল ব্যবহার করুন।

– গাড়ি চালানো থেকে বিরত থাকুন এবং আপনি যাত্রী হয়ে থাকলে সবসময় সীটবেল্ট বেঁধে রাখুন।

– যদি আপনাকে স্থানীয় প্রশাসনে তলব করা হয় এবং তলবপত্রে যদি লেখা থাকে “নির্বাসনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য” তবে আপনাকে গ্রেফতার করে আটক কেন্দ্রে প্রেরণ করা হবে।

– পুলিশকে আপনার বাসস্থানে প্রবেশ না করতে দেয়ার অধিকার আপনার আছে।

কিছু ব্যাতিক্রম ছাড়া (হাতে নাতে ধরা পড়লে, আইনি অনুরোধ কমিশন) বল প্রয়োগ করে পুলিশের কোন অধিকার নেই আপনার বাসস্থানে প্রবেশ করার।

যেসব স্থানে পুলিশি অভিযান হতে পারে যেমন প্রধান প্রধান স্টেশন, বিমানবন্দর এবং মেট্রো স্টেশন হতে দূরে দূরে থাকুন

পুলিশি তল্লাশি কালেঃ

পুলিশ আপনার পরিচয় এবং ফ্রান্সে থাকার অধিকারের ব্যাপারটা যাচাই করে দেখতে চাইতে পারেঃ. এজন্য তারা আপনাকে খুব বেশি হলে ১৬ ঘণ্টার জন্য থানায় নিয়ে রাখতে পারেঃ

– আপনার কাছে যা যা কাগজপত্র আছে তা পুলিশকে দেখান। ফ্রান্সে আপনার দৈনন্দিন জীবনের বর্ণনা দিন (আপনার কাজকর্ম, আপনার পরিবার, আপনার স্বাস্থ্যের অবস্থা...) এবং যদি স্থানীয় প্রশাসন বা আদালতে আপনার কোন মামলা চলতে থাকে তবে তা পুলিশকে খুলে বলুন।

আপনি যদি ফ্রান্সে রাজনৈতিক আশ্রয়ের জন্য সম্প্রতি আগমন করে থাকেন তবে তা পুলিশকে খুলে বলুন এবং এটাও জানান যে দেশে আপনার কি কি বিপদ বা জীবনের ঝুঁকি ছিল।

যদি আপনার কাছে কাগজপত্র না থাকে তবে সেটা পরে সংগ্রহ করে পুলিশকে দেখানোর অধিকার আপনার আছে, পুলিশকে সবিনয় অনুরোধ করুন।

(নিজের বা কোন বন্ধুর) ঠিকানা দিন যেটা আপনি প্রমাণ করতে পারবেন।

পুলিশ আপনার আঙ্গুলের ছাপ নিতে পারেঃ পরিচয় গোপন করা খুবই ঝুঁকিপূর্ণ

– পুলিশের প্রশ্নের জবাবে সঠিকভাবে আপনার পরিচয় এবং অবস্থার বিবরণ দেয়া উচিত। আপনার জবাবের উপর ভিত্তি করেই স্থানীয় প্রশাসন আপনার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিবে। যদি কোন প্রশ্ন আপনাকে বিচলিত করে তবে আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিলেই পারেন।

– একজন অনুবাদক, আপনার উকিল বা অন্য কোন ফ্রি উকিল বা ডাক্তার দেখার অধিকার আপনার আছে

– পরিবারের কাউকে, আপনার দূতাবাসে, আপনার উকিলকে বা আপনার যাকে খুশি তাকে যেকোনো সময় ফোন করার অধিকার আপনার আছে।

পুলিশের দেয়া কাগজপত্রে স্বাক্ষর করতে আপনি কখনই বাধ্য নন, বিশেষ করে যদি আপনি তা পড়ার সময় না পান বা যদি আপনি অনিশ্চিত থাকেন ঐ কাগজপত্রে কি লেখা আছে তা নিয়ে।

– আপনি বাধা না দিলে বা প্রতিবাদ না করলে পুলিশের আপনাকে হাতকড়া পরানোর অধিকার নেই। .

পরিশেষে স্থানীয় প্রশাসনঃ

১ ফ্রান্সে আপনার থাকার অধিকারের বিবরণী লিপিবদ্ধ করে নিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারে ;

২ ৩০ দিনের মধ্যে ফ্রান্স ত্যাগের আদেশ দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারে

৩ আপনাকে অনতিবিলম্বে ফ্রান্স ত্যাগের আদেশ দিয়ে কোন আটক কেন্দ্রে প্রেরণ করতে পারে

পরিণতি যাই হোক অনতিবিলম্বে কোন সংস্থা বা কোন উকিলকে যোগাযোগ করুন।

আটক কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে কি করবেন?

৫

আটক কেন্দ্রে আগমনের করা মাত্র নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নিবেনঃ

– অনতিবিলম্বে মানবাধিকার সংস্থার সাহায্যের জন্য যোগাযোগ করবেন: তারা আপনাকে উপযুক্ত তথ্য দিতে পারবেন, বা আপনাকে আপীল আবেদন করতে সাহায্য করতে পারবেন, আপনার উকিলের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবেন...

– আপনার কোন উকিল থেকে থাকলে তার সাথে যোগাযোগ করুন -যে ব্যক্তি আপনাকে আপনার উকিলের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিবেন তাকে আপনার সব কাগজপত্রের এক সেট কপি করিয়ে দিতে বলুন।

– ফরাসি অভিবাসন অধিদপ্তরের (ও,এফ,আই,আই) সাথে দেখা করুন। তারা আপনাকে আপনার পরিবারের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিবেন, টেলিফোন কার্ড কিনে দিবেন বা আপনার যেখানে প্রয়োজন সেখানে আর্থিক সাহায্য প্রদান করতে পারবেন। যদি আপনার জন্য বিমানের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে তবে ও,এফ,আই,আই আপনার বেতনাদি এবং মালপত্র পুনরদ্ধার করে দিতে পারবে।

– বাস্থ্যসংক্রান্ত সকল সমস্যার জন্য চিকিৎসা সেবার সুযোগ নিন। যদি আপনি **কোন সংস্থা বা উকিলের সাথে দেখা না করে থাকেন:**

– প্রশাসনিক আদালতে আপীল করার জন্য পুলিশের কাছে একটি আবেদনপত্র চেয়ে পাঠান।

– ফ্রান্সে আপনার জীবনযাত্রার বিবরণ দিয়ে ঐ আবেদনপত্রটি পূরণ করুন।

– অনতিবিলম্বে তা প্রশাসনিক আদালতে পাঠানোর জন্য পুলিশকে অনুরোধ করুন এবং ফ্যাক্সের রশিদ নিজের কাছে রাখুন।

– অনতিবিলম্বে আটক কেন্দ্রে কোন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করুন।

থানা থেকে বের হওয়া পর প্রশাসনিক আদালতে আপীল করার জন্য আপনার হাতে কেবল ৪৮ ঘণ্টা সময় থাকবে, শনি-রবিবার সহ।

পুলিশের অধীনে থাকা অবস্থায় আপনার অতিথিরা আপনার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে আসতে পারে

আপনাকে দেখতে চান এমন অতিথির সাথে প্রতিদিন দেখা করার অধিকার আপনার আছে: অতিথিদের কেবল তাঁদের নিজনিজ পরিচয়পত্রসহ আসতে হবে। ফ্রান্সে অতিথিদের বৈধতা থাকাটাই কাম্য হবে।এমতাবস্থায় সাধারণ শৃঙ্খলা মেনে চলাটা ভাল হবে।তারা আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে আসতে পারেঃ বইপত্র, বিস্কুট, কলম, সিগারেট, ক্যামেরা ছাড়া মোবাইল ফোন... কিছু কিছু জিনিস আটক কেন্দ্রে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।